ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭১৯

কৈলাসহর,৩ সেপ্টেম্বর,২০২৫

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি পঞ্চায়েতে নিয়মিতভাবে গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে : পঞ্চায়েতমন্ত্রী

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছে। আগামীদিনে আরও উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ কৈলাসহরের সার্কিট হাউসে পঞ্চায়েত দপ্তরের পর্যালোচনা সভার আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে একথা বলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে শতভাগ ই-অফিস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যা সরকারের স্বচ্ছতা বজায় রাখার অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ভবনের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে প্রতি তিন মাস অন্তর পর্যালোচনাসভা করা হবে। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিটি পঞ্চায়েতে নিয়মিতভাবে গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যাতে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার।

এরপর কৈলাসহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে পঞ্চায়েত দপ্তরের পর্যালোচনাসভা করেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন। পর্যালোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর, জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, গৌরনগর, চন্ডিপুর ও কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লক্ষ্মী নম:, লাকি পাল দাস, সুমতি দাস, পেঁচারথল ও কুমারঘাট বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান সজল চাকমা, তপনজয় রিয়াং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন. এস. চাকমা, ঊনকোটি জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

*****